৪৮

| প্রথম আলো |

তারিখ ... JUL ০৪ 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

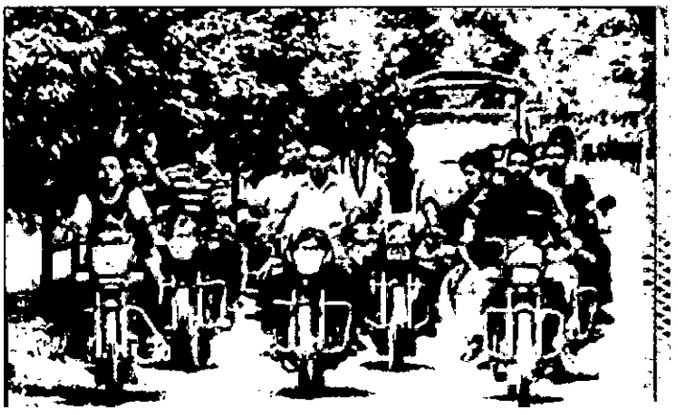

উপাচার্য মোসলেহ উদ্দিন গতকাল ক্যাম্পাসে ফিরলে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা মোট
সাইকেল শোভাযাত্রা করে তাকে স্বাগত জানায় —প্রথম আলো

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়

ড়া নিরাপত্তার মধ্যে ফিরলেন উপাচার্য ত্রদল ও শিবির স্বাগত জানিয়েছে

লট অফিস ও শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

লট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদত্যাগী উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোসলে দন আহমদ গতকাল বুধবার কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ক্যাম্পাসে ফিরে এসেছেন। তিনি বলেছেন ষ্ট্রপতি (বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য), প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে আমি দায়ি নের জন্য ফিরে এসেছি।'

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির তাকে স্বাগত জানিয়েছে। তবে ছাত্রলীগ তাকে প্রতিহতে ষণা দিয়ে বলেছে, যেদিন ক্যাম্পাস খুলবে, সেদিন থেকেই অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট শুরু হবে

গত ১৪ মে পুলিশের গুলিতে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম

কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ফিরলেন উপাচা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

্যবসা প্রশাসন বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র মোশাররফ হোসেন শামীম মারা গেলে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে ড. মোসলেহ উদ্দিন আহমদ পদত্যাগ করেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, গতকাল বেলা সাড়ে ১টায় ড. মোসলেহ উদ্দিন আহমদ ক্যাম্পাসে ফিরলে বিএনপি ও জামায়াতপন্থী শিক্ষক, ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির নেতা-কর্মীরা স্লোগান দিয়ে, মিছিল ও শোভাযাত্রা করে তাকে স্বাগত জানান। পুলিশ কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে তাকে উপাচার্যের কার্যালয়ে নিয়ে যায়।

ড. মোসলেহ উদ্দিন তার দপ্তরে বসে বলেন, আল্লাহর রহমত ও সবার সহযোগিতায় ক্যাম্পাসে ফিরে এসেছি।' পদত্যাগের বিষয়ে তিনি বলেন, গত ১৪ মে কিছু বিপথগামী আমার বাসভবনে আগুন দিয়েছিল। বাসভবন ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনায় যারা জড়িত ছিল, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আগামী সপ্তাহে সিন্ডিকেটের সভা ডেকে এ বিষয়ে এবং ক্লাস শুরুর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এদিকে গত ১২ মে রাতে নগরীর পাঠানটুলা এলাকায় শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণসহ দুই দিনের ঘটনা তদন্তে অধ্যাপক ড. হাবিবুল আহসানকে প্রধান করে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল, তার কার্যক্রম এখনো শুরু হয়নি। এ সঙ্গে ড. মোসলেহ উদ্দিন বলেন, কমিটির কার্যক্রম শুরু করার জন্য যে দাপ্তরিক নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, তা দেওয়া সম্ভব হয়নি। দুই-এক দিনের মধ্যে তা সম্পন্ন করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও হলগুলোয় পুলিশ মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার জামিল আহমদ চৌধুরী বলেন, ক্যাম্পাসে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিশ সুপারের কাছে চিঠি দিয়ে পুলিশ চাওয়া হয়েছে।

,বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক য়াদ আহমেদ গতকাল এক সমাবেশে বলেন, ছাত্রদলের কেউ অগ্নিসংযোগের ঘটনায় জড়িত ল না। আমরা শুধু সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছিল

ছাত্রশিবিরের সমাবেশে বক্তারা উপাচ বাসভবন ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যবান সম্পদ ধ্বংসের ঘ জড়িতদের শাস্তি দাবি করেন। দাবি মেনে ন না হলে তারা কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে হুমকি দেন।

ওদিকে ছাত্রলীগ উপাচার্যকে প্রতিহত ক কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার হুমকি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্প মোস্তাফিজুর রহমান রাজু গতকাল প্রথম আলে বলেন, যেদিন ক্যাম্পাস খুলবে সেদিন থে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট করা হবে।

উপাচার্য ড. মোসলেহ উদ্দিন সিলেট স হাউসে উঠেছেন। ক্যাম্পাসের বাসভবন মের না হওয়া পর্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে হাউসে থাকবেন বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত, গত ১২ মে শাহজা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র নগ জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল ক ক্যাম্পাসে আড্ডা দিতে গিয়েছিল। এই রাগীব-রাবেয়া কলেজের শিক্ষার্থীদের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই ছাত্র কথাকাটাকাটি সংঘর্ষে রূপ নেয়। মেডিকে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই ছাত্রদের আ রাখে। পরে খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যাল বিপুলসংখ্যক ছাত্র প্রতিশোধ নিতে মিছিল ক করতে রাগীব-রাবেয়া কলেজের দিকে যান। মদিনা মার্কেটে বিক্ষোভ চলাকালে পু শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর চালায়। এতে ছয় ছাত্র গুলিবিদ্ধ হন এবং তা মধ্যে একজন শামীম ১৩ মে গভীর রাতে ঢা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে মারা যান।

এ ঘটনায় সাধারণ শিক্ষার্থীরা উপাচা নীরব ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হয়ে তার পদত্যাগ দাবি ১৪ মে উপাচার্যের বাসভবনে আগুন ধরিয়ে দি ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট করেন। উপাচার্য সময় বাসভবনে ছিলেন। এক পর্যায়ে দু সাড়ে ১২টায় উপাচার্য ড. মোসলেহ উ পদত্যাগ করেন এবং সন্ধ্যায় সপরিব ক্যাম্পাস ত্যাগ করে।